বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১.	**বিসিসি পরিচিতি**	১
১.১	প্রতিষ্ঠা	১
১.২	রূপকল্প (Vision)	১
১.৩	অভিলক্ষ্য (Mission)	১
১.৪	লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য	১
১.৫	কার্যাবলি	১
১.৬	বিসিসি'র প্রশাসনিক কাঠামো	১
১.৭	জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)	২
১.৮	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)	২
১.৯	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯	২-৩
১.১০	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা	৩
২.	**প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য**	৩-৪
২.১	সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪-১৪
	২.১.১ লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স শীর্ষক প্রকল্প	৪
	২.১.২ ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৪-৫
	২.১.৩ ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফোসরকার) শীর্ষক প্রকল্প	৫-৬
	২.১.৪ ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্প	৬-৭
	২.১.৫ বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি শীর্ষক প্রকল্প	৭
	২.১.৬ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প	৭-৮
	২.১.৭ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ শীর্ষক প্রকল্প	৯
	২.১.৮ সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক প্রকল্প	৯-১০
	২.১.৯ ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্প	১০-১১
	২.১.১০ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্প	১১-১২
	২.১.১১ ডিজিটাল সিলেট সিটি শীর্ষক প্রকল্প	১২
	২.১.১২ জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প	১৩-১৪
	২.১.১৩ বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	১৪
	২.১.১৪ দূর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	১৪
৩.	**মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ**	১৫
৩.১	নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৫
৩.২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ	১৫
৩.৩	Leveraging ICT প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ	১৫
৩.৪	নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন	১৫
৩.৫	জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর প্রশিক্ষণ	১৫
৩.৬	Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন	১৫
৩.৭	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৫
৪.	**পরামর্শ সেবা:**	১৫
৫.	**২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম**	১৫-১৬
৫.১	**জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3)**	১৫
৫.২	**Network Operation Centre**	১৬
৫.৩	**বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA)**	১৬
৫.৪	**BGD e-GOV CIRT**	১৬
৬.	**পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প**	১৬
৭.	**ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন**	১৭
৮.	**বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা**	১৭-১৮
৮.১	চাকুরি মেলার আয়োজন	১৭
৮.২	তরুণ-তরুণীদের জন্য মার্কেটিং ও আউটরিচ কর্মসূচী	১৭

৮.৩ জাপান আইটি উইক ২০১৯ ১৭
৮.৪ Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) 2018' এ অংশগ্রহণ ১৭
৮.৫ বিসিসি'র কর্তৃক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন ১৭
৮.৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলা ২০১৯ ১৭
৮.৭ জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮ ১৮
৮.৮ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা-২০১৯ ১৮
৯. পুরস্কার/সম্মাননা ১৯-২১
৯.১ WSIS 2019 Champion Award অর্জন ১৯
৯.২ ASOCIO Digital Government Award 2018 অর্জন ১৯
৯.৩ WSIS Prizes 2019 অর্জন ২০
৯.৪ ওপেন গ্রুপ কোচি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯ অর্জন ২০
৯.৫ ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন ২০
৯.৬ The Open Group থেকে Award of Distinction অর্জন ২১
৯.৭ The Open Group Awards for Innovation and Excellence 2019 পুরস্কার ২১

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

www.bcc.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

১. পরিচিতি:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্পঃ২০২১ এর লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে তথা দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করতে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্প উন্নয়ন, আইসিটিতে বাংলা ভাষার উন্নয়ন, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে বিসিসি কাজ করছে ।

১.১ প্রতিষ্ঠা:

প্রথমে ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি নিম্নলিখিত ধাপে বিবর্তনের মাধ্যমে বিসিসি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়:

জাতীয় কম্পিউটার কমিটি: ১৯৮৩
জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড: ১৯৮৮
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অধ্যাদেশ: ১৯৮৯
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আইন: ১৯৯০

জাতীয় সংসদের ১৯৯০ সালের ৯নং আইন বলে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড-কে রূপান্তরিত করে ''বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল" নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তীকালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। বিগত ডিসেম্বর ২০১১ হতে বিসিসি নবসৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে।

১.২ রূপকল্প (Vision): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।

১.৩ অভিলক্ষ্য (Mission): স্বচ্ছতা. নিরপত্তা এবং দক্ষতার সাথে সরকারি সেবা উন্নয়ন ও প্রদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের ডিজিটাইজেশন এবং আইটি শিল্পের রপ্তানি ও কর্মসংস্থানে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

১.৪ কার্যাবলি

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে পরামর্শ ও কারিগরি সেবা প্রদান;
- ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফকেশনস নির্ধারণ;
- সফটওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশান;
- ডেটা সেন্টার, পাবলিক সিএ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিচালনা এবং ই-সেবা প্রদানে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামো উন্নয়ন এবং আইটি, আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মান উন্নয়ন ও নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- তথ্য প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক মানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক একাডেমী স্থাপন ও পরিচালনা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, সহযোগিতা ও প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন।

১.৫ বিসিসি'র প্রশাসনিক কাঠামো:

বিসিসি'র পরিচালনা পরিষদ 'কাউন্সিল' নামে অভিহিত। এর গঠণ নিম্নরূপ:

(ক) চেয়ারম্যান
(খ) ভাইস-চেয়ারম্যান
(গ) নির্বাহী পরিচালক
(ঘ) অন্যান্য সদস্য (অন্যূন আট এবং অনধিক দশ জন)।

১.৬ জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)

বিসিসি'র বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০১ (একশ এক)। সাম্প্রতিক কালে নতুন সৃজনকৃত ১৬৪ (একশ চৌষট্টি) টি পদ সহ বর্তমানে মোট পদ সংখ্যা ২৬৫ (দুইশ পয়ষট্টি) টি । বর্তমানে বিসিসি'তে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৮৪+১ [নতুন কাঠামো]=৮৫ (পাঁচাশি) জন।

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্যপদের বিবরণ				সর্বমোট		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
৪৮	০১	২৯	২৩	৪১	০০	২৫	১৯	৮	১	৪	৪	১০১	৮৫	১৭

১.৭ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১৭৩.৬০	১১০.৯৩৩	৬৩.৯০%
উন্নয়ন	১০৮৮.৩৭	৭৬৭.৯৯৮৮	৭০.৫৬%

১.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯

১১.০৬.২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিসিসি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান ৪ টি স্তম্ভ (কানেক্টিভিটি,ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, আইটি শিল্প উন্নয়ন)এর উপর ভিত্তি করে ২৫টি কার্যক্রম ও ২৮টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন ও বাস্তবায়ন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৬টি কার্যক্রম অর্জিত হয়। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র: নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম
১	ডিজিটাল অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন	৬টি
২	ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন	১০টি
৩	তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন	৫টি
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	২টি
৫	তথ্য প্রযুক্তি পেশাজীবীদের Skill Standard নির্ধারণ	২টি

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার হতে সরকারি দপ্তরে স্থাপিত নেটওয়ার্ক মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৩০০০ টি দপ্তর	১৩০৮১ টি দপ্তর	ইনফো সরকার-২ প্রকল্পের মাধ্যমে সংযোগকৃত জেলা পর্যায়ে ৫৫টি ও উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি সরকারি অফিস বিসিসিতে স্থাপিত NOC এর আওতায় মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।
২	Video Conference System এর মাধ্যমে বিসিসি হতে কেন্দ্রিয়ভাবে Multi Conference পরিচালনা	২০০ টি	৩৪৪ টি	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্সিং এ কারিগরি সহায়তা প্রদান
৩	ইউনিয়ন পর্যায়ে কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন	১১০০ টি ইউনিয়ন	১৪৮৩ টি ইউনিয়ন	
৪	আইসিটি টাওয়ারে Visitor এর জন্য অনলাইন পাশ সিস্টেম চালুকরণ	৩০.০৪.২০১৯	২৭.১২.১৮	
৫	National Enterprise Architecture (NEA) এর সেবা সম্প্রসারণ	৪টি নতুন সেবা চালুকরণ	৪টি নতুন সেবা চালুকরণ	ক) iOS এর জন্য ব্লকচেইন validation APP তৈরী; খ) BOESLএর জন্য HRM

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
				সফটওয়্যার তৈরী; গ) জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন সিস্টেমটি NEA সার্ভিস বাসের সাথে সংযুক্ত; ঘ) e-Recruitment System ও BKIICT TMS সিস্টেমের সাথে ব্লক চেইন ইন্টিগ্রেশন;
৬	সরকারি ই-মেইল সেবা - নুতন ই-মেইল ID তৈরীকরণ	৩০০০ টি	১০৬৪৪ টি	
৭	ডেটা সেন্টারের ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে সেবা প্রদান	৬০ টি প্রতিষ্ঠান	৭৮ টি প্রতিষ্ঠান	
৮	সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন সেন্টার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারি পর্যায়ে উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সমূহের মান পরীক্ষা	৫ টি সফটওয়্যার	১৯ টি সফটওয়্যার	
৯	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে পরামর্শ সেবা	৯০ টি দপ্তর	১১০ টি দপ্তর	
১০	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅর্ডার (NDD) সহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ	২০৩০ জন	৯০১ জন	
১১	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থানে চাকুরী মেলা আয়োজন।	১ টি	১ টি	
১২	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩২৭০ জন	৭০১১ জন	
১৩	iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy (উদ্ভাবন পরিকল্পনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম STARTUP/IDEA/PROJECT কে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং Mentoring	৮০ টি Startup	৮০ টি Startup	
১৪	Skill Standard নির্ধারণের জন্য ITEE পরীক্ষা গ্রহণ	৯০০ জন	৯৩৮ জন	

১.৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথা সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিসি ও আওতাধীন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিসি'র ওয়েবসাইট সর্বদা হালনাগাদ রাখা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ অনুসরণ পূর্বক বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

২. প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যঃ

বিসিসি'তে বর্তমানে নিম্নলিখিত ১৪ (চৌদ্দ) টি প্রকল্প চলমান রয়েছেঃ

১. ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) প্রকল্প;
২. লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance) প্রকল্প;
৩. ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ ৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্প;
৪. ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh) প্রকল্প;
৫. বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প;
৬. উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (Innovation Design and Entrepreneurship Academy-iDEA) প্রকল্প;
৭. গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে এ তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প;
৮. সষ্টওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প;
৯. "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" প্রকল্প;
১০. "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" প্রকল্প;

১১. ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প;
১২. জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প;
১৩. বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প;
১৪. দূর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প।

২.১ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২.১.১ "লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance)" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: ফেব্রুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৯
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	২৩.৪৩ (কোটি টাকা)
বৈদেশিক সাহায্য (বিশ্বব্যাংক ঋণ)	৭৭৫.৩২ (কোটি টাকা)
মোট	৭৯৮.৭৫ (কোটি টাকা)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- আইটি /আইটিইএস সেক্টরের জন্য ৩০,০০০ দক্ষ জনবল তৈরি;
- জাতীয় ডেটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সাইবার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (সার্ট) গঠন করা;
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) বাস্তবায়ন করা;
- সরকারি কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সাইবার অপরাধ দমন টিম গঠন করা;
- আইসিটি নির্ভর ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি;

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১৫১২ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৬৪৩ জনকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে।
- ১৬৮ জন মধ্যমস্তরের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৪৭ জন সিএক্সও লেভেলের কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- CEO Outreach -এর আওতায় বিদেশী কোম্পানি সমূহের অফসোর ডেভলেপমেন্ট সেন্টার স্থাপন, যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় স্থাপন বা বৈদেশিক বিনিয়োগ আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার Marketing & Communication কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ৩টি চাকরি মেলা ও ৬টি ক্যারিয়ার ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে।
- ডাটা সেন্টারের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছে।
- ডেকোরেশন এবং জেনারেটরের কাজ করা হয়েছে।
- ডাটা সেন্টারের নিরবচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- Cloud Computing Platform এর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Hyper Converged Infrastructure ও Anti-DDoS এর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- Mainstreaming of National Data Center এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- সাইবার অপরাধ দমন টিম গঠন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ ই-গভ সার্ট এর ইন্সিডেন্ট রেসপন্স সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সরকারের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক কৌশল প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে।
- ক্রিটিক্যাল অবকাঠামোগুলোতে সাইবার সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে।
- Establishment of Cyber Defense Training Center at BCC (সাইবার রেঞ্জ) স্থাপন করা হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি: ৮৮.৬৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ১০০%।

২.১.২ ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৪০০১৯.৭০ (লক্ষ টাকায়)
বৈদেশিক সাহায্য (চায়না এক্সিম ব্যাংক)	১১৯৯৩৫.৯৭ (লক্ষ টাকায়)
মোট	১৫৯৯৫৫.৬৭ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- দেশে একটি সমন্বিত ও উন্নত তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্বমানের ডেটা সেন্টার গড়ে তোলা যার ডাউন টাইম হবে শূণ্যের কোঠায় ;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট সংরক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে জনসেবা উন্নত করা ;
- ই-সেবা প্রদান ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি;
- যন্ত্রপাতি আমদানি ও স্থাপন;
- ডেটা সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- সকল কম্পনেন্ট ইন্সটলেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন ও অপারেশন।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- অবকাঠামো নির্মাণ : ১০০% (সমাপ্ত);
- যন্ত্রপাতি আমদানি : ১০০% (সমাপ্ত);
- প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা : ১০০% (সমাপ্ত) ;
- ইনস্টলেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন ও অপারেশন : ১০০% (সমাপ্ত);
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৯৬.৫২%;
- ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ৯৯.৫০%।

ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান

বিগত ০৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে Uptime Institute কর্তৃক ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টারকে দ্বিতীয় সার্টিফিকেট প্রদান

- উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক আপটাইম ইন্সটিটিউট থেকে টিয়ার ফোর গোল্ড ফল্ট টলারেন্ট সার্টিফিকেশন অর্জনের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সফল সমাপ্তি হবে। আপটাইম ইন্সটিটিউট তিনটি ধাপে যথা- Design Documents, Constructed Facility এবং Operational Sustainability এর উপর IV Tier সার্টিফিকেট প্রদান করে।

২.১.৩ "ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফোসরকার)" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৮১২০৬.৭৬ (লক্ষ টাকায়)
বৈদেশিক সাহায্য	১২২৭৪১.৪৯ (লক্ষ টাকায়)
মোট	২০৩৯৪৮.২৫ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;
- ৬৩ টি জেলা ও ৪৮৮ টি উপজেলার মধ্যে Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- ১০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদান;
- বিদ্যমান ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক এর ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- নেটওয়ার্ক তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য Network Monitoring System (NMS) প্রতিষ্ঠা;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ৭৭৭০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;
- ৬৩৬টি ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;
- ১৪৮৩ টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযোগ করা হয়েছে;
- ইতোমধ্যে ২৬০০ ইউনিয়ন এর মধ্যে ২,০০৪ টি ইউনিয়নে WiFi Router স্থাপন করা হয়েছে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি জেলার ১১০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ উদ্বোধন (১ নভেম্বর ২০১৮)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলার ৩০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ উদ্বোধন (রোববার, ৫ আগস্ট ২০১৮)

- ৯৯৬টি পুলিশ অফিসে VPN কানেক্টিভিটি সম্পন্ন হয়েছে;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৫.৪২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৬%।

২.১.৪ "ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh)" প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ: ফেব্রুয়ারী ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৩৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়)
প্রকল্প সাহায্য	২৫০০.০০ (লক্ষ টাকায়)
মোট	২৮৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন:২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;
- দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্লান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ৫২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৬৮টি অধিদপ্তর/সংস্থা-কে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য আইসিটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন;
- প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা উন্নয়ন;
- প্রকল্পের আওতায় PIU (Porject Implementation Unit) এর জন্য জনবল নিয়োগ, মাইক্রোবাস এবং
- ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ;

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ শেষ হয়েছে যা গত ২০-২৪ জানুয়ারি ২০১৯ সময়ে কোরিয়ান ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৌরসভা প্রতিনিধিদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- গত ২৭/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিসিসি কনফারেন্স রুমে পৌরসভা প্রতিনিধিগণকে নিয়ে 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' এর ইউজার প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩-৫ মার্চ ২০১৯ ফরিদপুর পৌরসভায় ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মোট ১৭ জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৫ (পাঁচ) টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে যেখানে প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৭২.৫৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%।

২৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিঃ তারিখ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় চূড়ান্তকৃত খসড়া ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্ল্যান হস্তান্তর করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, জো হেন-জু, কান্ট্রি ডিরেক্টর, কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা) বাংলাদেশ অফিস।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর সভা কক্ষে আয়োজিত ইউজার ট্রেনিং অন 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট' অনুষ্ঠানে ১০ টি পৌরসভার প্রতিনিধিদের হাতে কম্পিউটার সামগ্রী তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম।

২.১.৫ "বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি" প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	২৩৪৭.২২ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সরকারের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক ই-গভর্নমেন্ট পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা;
- সহজলভ্য যথোপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পরিকল্পনা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের রিসোর্সসমূহের জন্য একটি ইআরপি সল্যিউশন তৈরী করা যা পরবর্তীতে সরকারের অন্য সকল অফিসেও ব্যবহার করা যায়;
- ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে স্থানীয় আইসিটি শিল্পের দক্ষতাবৃদ্ধি/ উন্নয়ন করা।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- Event and Meeting Management এবং Inventory মডিউলের ডেভলপমেন্ট ও ডেপলয়মেন্ট সম্পন্ন হয়েছে;
- Procurement এবং Asset Management মডিউলের ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে;
- Budgeting, Human Resource Management, Accounts, Audit এবং Project Management and Monitoring মডিউলের SRS ও SDD সম্পন্ন হয়েছে। এর উপর পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৪০.০৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।

Event and Meeting management Module এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর সাথে প্রকল্পের ব্যক্তিপরামর্শক, মনোনিত পরামর্শক বুয়েট এবং সফটওয়্যার উন্নয়ন ফার্ম Synesis IT এর প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা।

২.১.৬ "উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (Innovation Design and Entrepreneurship Academy- iDEA)" প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ:- জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:-

অর্থের উৎস	পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
জিওবি	২২৯৭৩.৮৬ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা বান্ধব সংস্কৃতি তৈরি;
- উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ এবং ২০০ উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদন।
- একটি টেকসই উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম তৈরি;
- প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন;
- মেধা সম্পদ সংরক্ষণ এবং সংযোগ তৈরি;
- তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আইডিয়া সনাক্তকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিকাশ এর লক্ষে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তৈরি;
- বাংলাদেশের উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান;
- উদ্ভাবনের বানিজ্যিকিকরণ এবং ব্রান্ডিং এ সহায়তা প্রদান।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২৬ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ আইসিটি টাওয়ার এর ১৫ তলায় প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী উদ্বোধন করেন;
- Startup Bangladesh Ltd. কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব সচিব কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন করে মন্ত্রীপরিষদে প্রেরণ করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় ৩৮২৮ জন স্টার্টআপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রকল্পের মার্কেটিং প্রমোশনের আওতায় ৪০ টি পাবলিক/ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি এক্টিভেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে;
- সিলেকশন কমিটি
  - মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ প্রোগ্রামসহ)। সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ মে' ২০১৯। শেষ সভায় ১১টি স্টার্ট আপকে সিলেক্ট করা হয়েছে।
  - কমিটি কর্তৃক ৯০ টি স্টার্টআপকে বাছাই করে মোট ৮,৩০,০০,০০০ (আট কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে
  - প্রথম কিস্তিতে ৭৮টি স্টার্টআপকে ৪৩২.৫০ লক্ষ (চার কোটি বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
  - সিলেকশন কমিটিকর্তৃক ২টি Growth Stage কোম্পানিকে ৭,৩০,০০০,০০ (সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা ইকুইটি ইনভেস্টমেন্টের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

২৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ আইসিটি টাওয়ার এর ১৫ তলায় প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী উদ্বোধন করেন।

উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী'র কো-ওয়ার্কিং স্পেস।

- পারফর্মেন্স মনিটরিং কমিটি
  - মোট ০৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮ মার্চ ২০১৯
  - ২য় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৫ টি স্টার্টআপকে ২য় কিস্তিতে ৩৮,০০,০০০ (আটত্রিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।
- PSC এর ৫ম সভা গত ১৬/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং PIC এর ১০ সভা গত ২৫/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- প্রকল্পের মেয়াদঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই' ২০১৬ থেকে জুন' ২০১৯ এর পরিবর্তে জুলাই' ২০১৬ থেকে জুন' ২০২১ পর্যন্ত করার প্রস্তাব গত ২৯ মে' ২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ থেকে অনুমোদিত হয়েছে।
- প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন প্রস্তাব তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১.৭. "গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ" প্রকল্প

প্রকল্পের সময়কাল : জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	১৫৮৯৬.৬৯ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠা করা;
- আইসিটি সহায়ক বাংলা ভাষার বিভিন্ন ফিচার প্রমিতকরণ;
- বাংলা কম্পিউটিং এর জন্য টুলস, টেকনোলজিস ও বিষয়বস্তু উন্নয়ন;
- আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকায়নের নিমিত্ত পরীক্ষা, জরিপ এবং গবেষণা পরিচালনা করা;
- বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিমাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সফটয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে বাংলা ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। একই সঙ্গে ভ্যালুয়েবল রির্সোর্স তৈরির মাধ্যমে বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানে (যেমন জাতিসংঘ) বাংলা ভাষার স্থান/ র‍্যাংককে আরো উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করা।

'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সফটওয়ারের রূপরেখা প্রণয়নের জন্য ০৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে জনতা টাওয়ার সফটওয়ার টেকনোলজি পার্কের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী কর্মশালা।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- ২টি কম্পোনেন্টের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ৪টি কম্পোনেন্টের চুড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে পুনরায় EoI আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি কম্পোনেন্টের EoI মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ১টি কম্পোনেন্টের পুনরায় EoI আহবান করা হয়েছে এবং অপর ১টি কম্পোনেন্টের EoI মূল্যায়ন শেষ হয়েছে এবং RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে;
- ২টি কম্পোনেন্টের RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ৩টি কম্পোনেন্টের RFP ইস্যু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ২টি কম্পোনেন্টের Terms of Reference (ToR) অনুমোদনের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে;
- সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২টি কম্পোনেন্টের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৪.১৯% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪.৬৪%।

২.১.৮ "সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ" প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	২৫২৫.৫৫ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন;
- সরকারি দপ্তর সমূহের উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;
- প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং শিল্পকে উন্নতকরণ ও এতদসংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-কে সহায়তা করা;

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে টেস্ট অটোমশেন ইঞ্জিনিয়ার, পারফেরমেন্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেস্ট ম্যানেজার ইত্যাদি দক্ষ জনবল উন্নয়ন;
- সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি) সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- বিগত ২৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সেন্টার উদ্বোধন করেন;
- আন্তর্জাতিক TMMI Level-3 সার্টিফিকেশন অর্জন করা হয়েছে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ ওয়াজেদ কর্তৃক সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সেন্টার উদ্বোধন (বৃহস্পতিবার, ২৬ জুলাই, ২০১৮)।

- ০৯ জন কর্মকর্তা Certified Mobile App Test Automation, Certified Mobile App Performance Testing, EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) এবং EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) উপর প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে;
- ১৬ টি ওয়েব এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও ৩ টি মোবাইল এ্যাপস এবং ০৯ আইটি হার্ডওয়্যার টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৯৮.৫৯ % এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ১০০%।

২.১.৯ "ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৪৪৬.০০ (লক্ষ টাকা)
প্রকল্প সাহায্য:	১৬১১.৭০ (লক্ষ টাকা)
মোট	২০৫৭.৭০ (লক্ষ টাকা)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহেশখালীর জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি;
- সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আইসিটি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা;
- দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করা।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- আইটি ট্রেনিং সেন্টারটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরকে হস্তান্তর করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৩৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিদিন আনুমানিক ৩০ জন মানুষ কমিউনিটি ক্লাব এর কম্পিউটার, ইন্টারনেট, এবং ছোট আকারের সভা অনুষ্ঠানের জন্য কমিউনিটি স্পেস ব্যবহার করে থাকে।

- প্রকল্পের আওতায় মহেশখালীতে একটি ৫০মিটার উচ্চতার Self-Supported নতুন মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে।
- ২ সেট ব্যাকআপ ব্যাটারী ও ২টি রেক্টিফায়ার সংগ্রহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- ১০টি সরকারি স্কুলে ৩টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩টি কম্পিউটার টেবিল ও ৬টি চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। ১০টি স্কুলে আর একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রস্তুত করে দেয়া হয়েছে।
- মহেশখালীতে হেলথ্ কমপ্লেক্স-এ ১৬টি ক্যামেরা সহ CCTV ইনস্টল করে দেয়া হয়েছে;
- কৃষকের উৎপাদিত পন্য এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত পন্যের মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ই-কমার্স সেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে স্থানীয় ট্যুরিস্টদের লক্ষ্য করে বানিজ্যিকভাবে ই-বিজনেস সেন্টার চালু করা হয়;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৪.১৬% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯২%।

২.১.১০ "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৭-জুন২০২০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	২৪৮৬.৮৮ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কন্ঠ এবং ইশারা ভাষার নির্দেশনা সহ আইসিটি প্রশিক্ষণ এর জন্য বিশেষায়িত অডিও এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরী;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত এবং অভিগম্য একটি জাতীয় ই-লার্নিং প্লাটফর্ম তৈরী করা, যেখানে আইসিটি প্রশিক্ষণ এর জন্য কন্ঠ এবং ইশারা ভাষা সহ অডিও-ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে;
- ই-লানিং প্লাটফর্মে চাকুরীদাত ও গ্রহীতাদের জন্য একটি জব পোর্টাল অর্ন্তভূক্ত থাকবে। প্লাটফর্মটির কিছু লিংক ব্যবহার করার জন্য একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরী;
- বিসিসির ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য ৭টি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;
- রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ২৮০ জন এনডিডিসহ মোট ২৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও ১৪০ জন মাষ্টার ট্রেইনার ও দেশের ৭০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর অধীনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ২১০জন হেলথ এ্যালাইড প্রফেশনাল, ৩৫০জন কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট এক্সপার্ট ও ৭০০জন শিক্ষককে ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেয়া;
- প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইটি এবং অন্যান্য সেক্টরে চাকুরী দেয়া এবং ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আউটসোর্সিং কাজে প্রশিক্ষণ সহায়তা দেয়া;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে আইসিটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সারাদেশে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- বিসিসি'র ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে আইসিটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- দেশের ৬টি বিভাগীয় পর্যায়ে বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রকল্পের অংশীজনদের জন্য জুন-২০১৯ মাসে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার ও প্রচারণার জন্য ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে ।
- এপ্রিল ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠিত চাকুরী মেলায় প্রাথমিকভাবে ৩৮৩ জনের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা (Short list) চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানেদের নিকট থেকে পাওয়া যায়।
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৭ জন প্রশিক্ষক (আইটি) এবং ৭ জন (এনডিডি প্রশিক্ষক কাম প্লেসমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাদেরকে ৭ দিনের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিসিসি'র ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আইসটি রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং রংপুরে ধাপ সাতগাড়া বি এম মডেল কামিল মাদ্রাসায় স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে সমাজসেবা অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বিসিসি/প্রকল্প এর কর্মকর্তসহ মোট ১০১ জন মাস্টার ট্রেনিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।
- মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন হওয়ার পরে বিগত ২৭/০১/২০১৯ তারিখ থেকে বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে স্থাপিত আইসিটি রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। ইতোমধ্যে ৭০০ জনের "Introduction to Computer and Application Packages"কোর্সে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী ৪৮৫ জন ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ২১৫ জন।

- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষায়িত সফটওয়্যার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রদানকরা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে;

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্মেদ পলক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে বিগত ২৭/০১/২০১৯ তারিখ বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়গুলোতে স্থাপিত আইসিটি রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন।

বিগত ২০/০৬/২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সবধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্পের অগ্রগতি অংশীজনদের অবহিতকরন বিষয়ক সেমিনার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।

- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ২৭.৩২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ৩২%।

২.১.১১ "ডিজিটাল সিলেট সিটি" প্রকল্প:

প্রকল্পের মেয়াদ: নভেম্বর ২০১৭-জুন২০২০

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৩০২০.০০ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- জনগণের দোর গোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়া;
- ২০(বিশ)টি সরকারি স্কুল ও মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন;
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১০টি ই-সেবা চালুকরণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সিলেটের কোতওয়ালী থানায় স্থাপিত "আইপি ক্যামেরা বেজড সার্ভেল্যান্স সিস্টেম" এর কন্টোল রুম পরিদর্শন।

"পাবলিক ওয়াইফাই জোন" এর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষনাবেক্ষণ বিষয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- সিলেট জেলায় IP Camera based surveillance Facility স্থাপন;
- কক্সবাজার ও সিলেট জেলায় Public Wi-Fi zone স্থাপনের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান;
- প্রকল্পের আওতায় জীপ গাড়ি ক্রয়;
- পিআইইউ এর জন্য কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয়;
- প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক হিসেবে একজন আইটি স্পেশালিস্ট ও একজন প্রজেক্ট এসোসিয়েট নিয়োগ;
- প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যরের ToR (Terms of Reference) উন্নয়ন।
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ১৬.৮৮ % এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ১৫%।

২.১.১২ জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: অগাস্ট'২০১৭ হতে এপ্রিল'২০২১ পর্যন্ত

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৬১৭.৩৪ (লক্ষ টাকায়)
বৈদেশিক সাহায্য	৩৮৫৭.৬৮ (লক্ষ টাকায়)
মোট	৪৪৭৫.০২ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশের আইসিটি পেশাজীবীদের ব্র্যান্ড ইমেজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বৃদ্ধি করা;
- জাপানিজ আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে দক্ষ আইসিটি জনবল তৈরী করা;
- আইসিটি পেশাজীবীদের জাপান ও বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- জাপানি আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি এর সহযোগিতায় একটি রোল মডেল প্রণয়ন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ITEE পরীক্ষার কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- ITPEC (Information Technology Professionals Examination Council) সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ITEE পরীক্ষায় পাসের হার সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে ITEE পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা;
- Information Technology Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন কমিটির সদস্যদের উচ্চ মানের প্রশ্ন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান;
- ITEE (IT Engineers Examination) সহ আইটি পেশাজীবী ও গ্রাজুয়েটদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিসিসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রতি:

- ১৬১ জনকে জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৪ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ৫ দিনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং ৩১৩ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ৮ দিনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপানিজ প্রফেসর এর সহায়তায় ২৮৪ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ২ দিনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২০০ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ১ দিনের ব্রিফিং সেশন প্রদান;
- ITEE পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের BASIS Soft Expo 2019 এ সম্বর্ধনা (ITEE Passers' Celebration) প্রদান;
- ১০০০ জন ITEE পরীক্ষার্থীর জন্য ITEE পরীক্ষার ৬টি মডেল টেস্ট বুয়েটে বিভিন্ন সময় আয়োজন;
- ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের নিয়ে কক্সবাজারে ৩ দিনব্যাপী Question Formulation Meeting আয়োজন;
- বুয়েটের সিএসই বিভাগের ৩০ জন শিক্ষককে নিয়ে ITEE বিষয়ক মোটিভেশনাল সেশন আয়োজন;
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আইটি ইন্ডাস্ট্রি ও সরকারী প্রতিষ্ঠানরে ৫০ জনকে বাংলাদেশে ITEE বিষয়ক TOT প্রশিক্ষণ এবং ০৬ জনকে জাপানে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ITEE পরীক্ষা সংক্রান্ত ২টি সেমিনার বেসিসে, ৮টি সেমিনার বেসিসের সদস্য ৮টি কোম্পানীতে ও ১২টি সেমিনার ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন;
- ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ITEE পরীক্ষার উপর অন-ক্যাম্পাস প্রচারণা/ক্যাম্পেইন;

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম B-JET এর প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদেরকে Certificate প্রদান করেন।

- **কর্ম সংস্থান**: জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ ১৬১ জনকে প্রদান করা হয় এবং ১৫৫ জন উক্ত প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এদের মধ্যে ১১৮ জনের কর্ম সংস্থান জাপানে প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৭ জনের কর্ম সংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশী কোম্পানীতে করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মধ্যে কর্ম সংস্থানের হার ১০০%;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ২২.৩২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ২৫%।

২.১.১৩ "বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: মার্চ ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	১১৬৩১.১০ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- সরকারি কাজে তথ্য প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার উৎসাহিত করা;
- সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ডিজিটালকরণে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারকে সাইবার ঝুকির বিষয়ে নিয়মিত অবগত রাখা;
- সরকারি দপ্তর সমূহে আইটি এবং সাইবার সিকিউরিটি শৃঙ্খলাকে উন্নীত করা।

খ. বাস্তবায়ন অগ্রতি:

- নিরাপদ ইমেইল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে জাতীয় ডাটা সেন্টারে deploy করা হয়েছে;
- প্রয়োজনীয় ই-মেইল সার্ভিস প্লাটফর্ম ইতমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তার টেস্টিং কাজ চলমান রয়েছে। জুলাই ২০১৯ এর মধ্যেই নিরাপদ ইমেইল সার্ভিস উদ্বোধন করা হবে।

২.১.১৪ "দূর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ)" প্রকল্প

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০১৯
প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়:

অর্থের উৎস	পরিমান
জিওবি	৪৭৬০৭.১০ (লক্ষ টাকায়)

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- ৭৭২টি ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন;
- National ICT Policy 2015 বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক অবকাঠামে উন্নয়ন ;
- ৭৭২টি ইউনিয়নের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, গ্রোথ সেন্টার, টেলিকম অপারেটর সাইট ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদান;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-এর নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- দূর্গম এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, টেলিমেডিসিন প্রসারে সহযোগিতা করা;
- ৭৭২টি ইউনিয়নে ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেয়া;

খ. বাস্তবায়ন অগ্রতি:

- প্রকল্প ৩ (তিন) জন কনসালটেন্ট নিয়োগক রাহয়েছে। অবশিষ্ট৮(আট) জন কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়ে ২৭/০৬/১৯ তারিখে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- সাইট সার্ভের (ঢাকা, ময়মনসিংহ সিলেট ও চট্রগ্রাম বিভাগ) রির্পোট দাখিলের পর্যায়ে আছে;
- সাইট সার্ভের (বরিশাল, খুলনা,রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) এর টেন্ডার পুনমূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত আছে;
- ৩৫ (পয়ত্রিশ) জন সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- রেন্ট এ কার এর নোয়া (NOA) দেওয়া হয়েছে;
- আউট সোর্সিং নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

৩. মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:

৩.১ নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বিসিসি'র বাংলাদেশ-কোরিয়া ইনস্টিটিউট অব আইসিটি ও ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্সে ২৯১৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.২ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ

দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পযর্ন্ত **৭০০** জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩ Leveraging ICT প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৩,৫৬৪ (তেত্রিশ হাজার পাঁচ চৌষট্টি) জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১,১৩১ (এগার হাজার একশ একত্রিশ) জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৫১২ (পনের'শ বার) জনের Fast Track Future Leader প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৪৭১ (চৌদ্দ'শ একাত্তর) জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আইটি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যম স্তরের ৬৪২ (ছয়'শ বিয়াল্লিশ) জন কর্মকর্তাদেরকে আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যার মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ১৬৮ (এক'শ আটষট্টি) জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৩.৪. জাতীয় উন্নয়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা উন্নয়নে বিসিসি Office Applications & Unicode Bangla under WID কোর্স পরিচালনা করছে। বিসিসি জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (ইউএন-এপিসিআইসিটি) এর সহযোগিতায় Women IT Frontier Initiative (WIFI) নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল হতে চালু করেছে । এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত **৫৯১** জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৩.৫. জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ ১৬১ জনকে প্রদান করা হয় এবং ১৫৫ জন উক্ত প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এদের মধ্যে ১১৮ জনের কর্ম সংস্থান জাপানে প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৭ জনের কর্ম সংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশী কোম্পানীতে করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মধ্যে কর্ম সংস্থানের হার ১০০%।

৩.৬ Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC)

বাংলাদেশে ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়েছে। জাপানের সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) পরিচালনা করা হয়। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৭৪০ জন রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে, ৯৩৮ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ১২৭ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

৩.৭ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন: ই-জিপি সিস্টেমের প্রশিক্ষণে ২৩ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি'র ১০ জন কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারীকে ই-নথিতে পত্র জারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Office Management বিষয় এর উপর ১৫ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Fundatmental Training on Public Procurement Rules শীর্ষক প্রশিক্ষণে ২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪. পরামর্শ সেবা:

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরো উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। সরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহের আইসিটি কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কম্পিউটারায়ন বিষয়ে এ সকল বিভাগ ও সংস্থাকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয়, ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থা সহ ১১০টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি এরূপ পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে।

৫. ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম:

৫.১ জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III): বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3) থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত **৫৫২** (পাঁচ'শ বায়ান্ন)টি ডোমেইন এ সর্বমোট **৭৬,৪০০ (ছিয়াত্তর হাজার চার'শ)** টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং **২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার)** এর অধিক ওয়েব সাইট ও ২৬৪ (দুশ চৌষট্টি) টি Application হোস্টিং করা হয়েছে। এছাড়াও ডেটা সেন্টার হতে ৪৪৫ (চারশ পয়তাল্লিশ)টি Virtual Private Server, ৫টি File Server, **২২** (বাইশ) টি Co-location Service প্রদান করা হচ্ছে। ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা **১২** (বার) পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দীর্ঘ মেয়াদে এ সেন্টারকে sustainable করার জন্য business model প্রস্তুত করা হচ্ছে;

৫.২ Network Operation Centre: নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিসি'তে Network Operation Centre স্থাপন করা হয়েছে । জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় ১৮৪৩৪ টি দপ্তরের মধ্যে ১৭৩৪৬ টি সরকারি অফিস এবং ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আনা হয়েছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সিং এর টেস্টসহ ৮১টি সার্পোট প্রদান করা হয়। ১৩৯টি ভিভিআইপি, ভিআইপি-১১৭টি প্রোগ্রাম এবং ৯৬১টি ভিডিও কনফারেন্সিং কারিগরি সহায়তা প্রদান করা সহ মোট ১২৯৮টি ভিডিও কনফারেন্সিং কাজে সহযোগিতা করা হয়। ১৭৩০৩ (সতের হাজার দুই'শ তিরানব্বই) টি সরকারি দপ্তরে ফ্রি ওয়াইফাই জোন তৈরী করা হয়েছে।

৫.৩ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA): ই-গভর্ণেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য Bangladesh National Digital Architecture প্রস্তুত করা হয়েছে। e-GIF with MSDP, National E-Service Bus প্রস্তুত এবং GeoDASH প্লাটফর্মটি BNDA সার্ভিস বাসে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সার্ভিস বুক অটোমেশন, ই-পেনশন সার্ভিস ওপেন, BOESL এর জন্য Android অ্যাপ, অনলাইনে খাদ্যশস্য সংগ্রহের সফটওয়্যার, Project Tracking System ইত্যাদি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে । ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে Blockchain Integration এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিসিসি'র প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার পরীক্ষা মূলকভাবে শুরু হয়েছে।

৫.৪ BGD e-GOV CIRT: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ বিজিডি ই-গভ সার্ট ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ২৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধন করেন। এখন পর্যন্ত **৬**টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। **২০১৮-১৯** অর্থ বছরে সার্ট কর্তৃক **৭৮৭** টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ইন্সিডেন্ট রেজিষ্টার করা হয়েছে। সার্ট ওয়েবসাইটে **২৩৮**টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। সার্ট কর্তৃক ৫৩টি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশনসমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করা হয়েছে। ১১টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) তে ৬৩টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সার্টে সদ্য স্থাপিত 'সাইবার জিম' এ পর্যন্ত ৪৪ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সাইবার ডিফেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ সাইবার সিকিউরিটি প্রশিক্ষণ ল্যাবের উদ্বোধন করেন।

৬. পরিকল্পনাধীন উন্নয়ন প্রকল্প:

- প্রযুক্তি ল্যাব ও সফটওয়ার ফিনিশং স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে বিসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহ শক্তিশালীকরণ (Establishment of Technology Lab & Software finishing school through strengthening the Regional Offices of BCC) প্রকল্প;
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের নগর এবং গ্রামের জীবন-যাত্রার আধুনিকীকরণ (Modernization of Rural and Urban lives Through ICT) প্রকল্প;
- ইন্টিগ্রেটেড ই-গভর্ণমেন্ট (Integrated e-Government) প্রকল্প;
- লিভারেজিং আইসিটি ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গ্রোথ অফ দ্য আইটি-আইটিইএস ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প;
- ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ইলেকট্রনিক্স ও বৈদ্যুতিক বর্জ্য নিষ্পত্তি কৌশল প্রকল্প;
- বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স ল্যাব স্থাপনে সহায়তা প্রদ্রান প্রকল্প;
- সমন্বিত ই-সরকার প্রকল্প।

৭. ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সদর দপ্তরসহ ৬টি বিভাগের আঞ্চলিক কেন্দ্রের দৈনন্দিন দাপ্তরিক সকল কার্যক্রম ই-ফাইলিং সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে।

৮. বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতা

৮.১ চাকুরি মেলার আয়োজন: এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ২টি চাকরি মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল মেলায় ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার)-এর অধিক চাকরিপ্রার্থী অংশ অংশগ্রহণ করে। মেলায় অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ কর্তৃক চলতি অর্থবছরে ২০০২ (দুই হাজার দুই) জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ৩২৪ (তিনশ চব্বিশ) জনকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮.২ তরুণ-তরুণীদের জন্য মার্কেটিং ও আউটরিচ কর্মসূচি: এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় ২ টি আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প (নাটোর এবং সিলেট) আয়োজন করা হয়েছে। অন্যান্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

৮.৩ জাপান আইটি উইক ২০১৯: জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস, বাংলাদেশ সরকারের আইসিটি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক অথোরিটি এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর উদ্যোগে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিস এর সহযোগিতা 'জাপন আইটি উইক-২০১৯' মেলায় অংশগ্রহণ । মেলাটি জাপান-বাংলাদেশ আইটি সম্পর্ক গভীর করতে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

জাপান আইটি উইকে ২০১৯ বাংলাদেশের স্টলে বিসিসি'র নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব সহ অন্যান্য উর্ধতন কর্মকর্তা।

৮.৪ Shared Services & Outsourcing Week (SSOW)2018: গত ১৩-১৪ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সিঙ্গাপুরে বিসি**সি'র** এলআইসিটি প্রকল্প, বাংলাদেশি ৪ (চার) টি আইটি কোম্পানি Genex, Naztech, Devnet এবং biTs সহ 'Shared Services & Outsourcing Week (SSOW) 2018' এ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশে ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য ১২ (বার) টি আইটি কোম্পানির সাথে সভা করা হয়েছে।

৮.৫ বিসিসি'র কর্তৃক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন: বিসিসি চলমান প্রকল্প সমূহ, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড এবং বিসিসি'র বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫৬টি সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন করে যেখানে ৬,৭৮৮ জন সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ের ব্যক্তির অংশগ্রহণ;

৮.৬ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলা ২০১৯: বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজাবিলিটি (সিএসআইডি) এর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের "চাকুরী মেলা ২০১৯" গত ২৪/০৪/২০১৯ খ্রিঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মেলায় ৪৮০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাকুরীর জন্য নিবন্ধন করে। চাকুরী প্রদানকারী ২১ প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৮৩ জনকে সর্ট লিস্টেড করে।

৮.৭ শিশু-কিশোরদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহী করতে মার্চ, ২০১৮ থেকে সারা দেশে ১৮০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে দেশব্যাপী 'জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮' আয়োজন করে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং ৩০ অক্টোবর, ২০১৮ বিসিসি মিলনায়তনে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে;

৮.৮ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা-২০১৯: অমিত সম্ভাবনার অধিকারী দেশের যুব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আইসিটি চর্চা উৎসাহিত করতে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য গত ২২ জুন ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সারাদেশে থেকে আগত মোট ১০০ জন প্রতিযোগী ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রতিযোগিতায় চারটি ক্যাটাগরীর প্রত্যেকটি হতে সেরা ৩ জন করে সেরা ১২ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রত্যেক ক্যাটাগরির সেরা তিনজনকে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট, পাটের তৈরী সামগ্রী এবং ট্যাব প্রদান করা হয়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনায়েদ আহমেদ পলক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

৯. পুরস্কার/সম্মাননা:

৯.১ "ইনফো-সরকার-৩" প্রকল্পকে World Summit on the Information Socity কর্তৃক Information and Communication Infrastructure ক্যাটাগরীতে WSIS 2019 Champion প্রদান করা হয়েছে। গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের অর্জিত WSIS-2019 Champion পুরস্কার হস্তান্তর- ২৯ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ।

৯.২ ASOCIO Digital Government Award 2018: ০৮ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে জাপানের টোকিওতে Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO) কর্তৃক আয়োজিত ASOCIO Digital Summit 2018 অনুষ্ঠানে Digital Government Award ক্যাটাগরীতে "ইনফো-সরকার" প্রকল্পকে পুরস্কৃত করা হয়। গত ১২ নভেম্বর, ২০১৮ তারিখে পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

১২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে 'ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায়' শীর্ষক প্রকল্প কর্তৃক অর্জিত Asian-Oceanian Computing Industry Organization (ASOCIO)-2018 Digital Government Award মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর।

৯.৩ বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের BNDA ও e-GIF framework-কে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ITU থেকে 'WSIS Prizes 2019' প্রদান করা হয়। গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

গত ৯ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদর দপ্তরে আইটিইউ মহাসচিব হাওলিন ঝাও ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলকের হাতে উইনার অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

৯.৪ ওপেন গ্রুপ কোচি অ্যাওয়ার্ড ২০১৯: সরকারি নিয়োগে স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করার জন্য এলআইসিটি প্রকল্পের ই-গভর্মেন্ট কম্পোনেন্টের আওতায় 'ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম' শীর্ষক প্লাটফরম তৈরি করা হয়। এ উদ্ভাবনীর জন্য বিসিসিকে Open Group Kochi Awards 2019 প্রদান করা হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ ভারতের কেরালা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পিনারাই ভিযায়ন বিসিসি'র প্রতিনিধির কাছে এ পুরস্কার হস্তান্তর করেন। **গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।**

৯.৫ ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড: এক জায়গা থেকে সরকারি সব তথ্য ও সেবা পেতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে বিসিসি। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ভারতের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রী বিসিসির প্রতিনিধির কাছে পুরস্কারটি হস্তান্তর করেছেন। সরকারের এলআইসিটি প্রকল্প ও যুক্তরাজ্যভিত্তিক আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংয়ের সহযোগিতায় এ প্ল্যাটফর্মটি উদ্ভাবন করা হয়। **গত ২৯ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে পুরস্কারটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হয়।**

৯.৬ বিসিসি'র এলআইসিটি প্রকল্পের ই-গভর্মেন্ট কম্পোনেন্টের আওতায় BNDA এর GeoDASH platform টি জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে The Open Group থেকে Award of Distinction অর্জন করে।

Awards for Innovation and Excellence 2019

৯.৭ বিসিসি কর্তৃক প্রবর্তিত অনলাইন নিয়োগ সিস্টেমটি 'Architecture Enabled Govt Transformation' ক্যাটেগরিতে The Open Group Awards for Innovation and Excellence 2019 পুরস্কার অর্জন করে।